দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

024

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় দুর্নীতি নিরসনের উপায়

পরীক্ষার নকল ও দুর্নীতি নিরসনে কারো কোন চিন্তা-ভাবনার কমতি আছে বলে মনে করি না। সবাই নকল দূরীকরণের সমস্যা নিয়ে সদা-সর্বদা কথা বলছেন। আমার দীর্ঘদিনের শিক্ষাগত জীবনের আলোকে এই সমস্যা সমাধানের পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমার মতে, প্রথমপর্যায়ে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষাসমূহ বৃত্তি পরীক্ষায় রূপান্তরিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে নকল দূরীভূত হতে পারে। এ বিষয়ে নিম্নে প্রাইমারী, ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং এসএসসি, এইচএসসি ও দাখিল পরীক্ষাসমূহের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে তুলে ধরছি।

প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাকালীন পরিবেশঃ ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তোড়জোড়। উভয় ক্ষেত্রে ট্যালেন্টপুলসহ ১০-১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হবে। প্রত্যেক স্তরে ৩/৪শ' ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষা বিভাগীয় ২/১ জন কর্মকর্তা উপস্থিত। পরীক্ষা শুরু। পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ বা অবৈধভাবে সাহায্য করার কোন তৎপরতা নেই। আছে শুধু আত্মীয়-স্বজনদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তার ছেলে বা মেয়ে না ভাই না জানি কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে। সবাই বলা-বলি করছে একজনকে নকল সরবরাহ করে অন্য আর একজনকে সর্বনাশ যেন না করা হয়। সবারই শ্যেন দৃষ্টি।

ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রের ভিতর ও বাইরে সর্বত্রই অবৈধতা ও নকল সরবরাহের প্রচেষ্টা স্থবির। এ তৎপরতা সবারই মধ্যে কেউ যেন বৃত্তি নামক বস্তুটা অনিয়মের সাহায্যে হস্তগত করতে না পারে।

এসএসসি পরীক্ষাকালীন পরিবেশঃ ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ৪/৫শ'। কিছুক্ষণের মধ্যে পরীক্ষা শুরু হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। এক একজন পরীক্ষার্থীর সাথে কতজন সাহায্যকারী বুঝা মুশকিল। ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাদের নিজেদের পরীক্ষার্থীকে নিয়ে ব্যস্ত। আর অন্যদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রের বেষ্টনী। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আরো কত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সবাই মিলে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা মানে নকলবিহীন করার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু বাইরের তৎপরতা এবং ভিতরে পরিদর্শক শিক্ষকদের পরোপকার করার সহানুভবতা সর্বপ্রচেষ্টাই পণ্ড ও ভণ্ডুল করে দেয়। কথা উঠে, আলোচনা হয় অন্যান্য কেন্দ্রের চেয়ে এখানে তুলনামূলকভাবে বাইরের পরিবেশ শান্ত, ভিতরের তৎপরতা কম। তাই প্রশংসার দাবীদার।

উপরোক্ত দ্বিবিধ পরীক্ষা বৃত্তি ও এসএসসি পরীক্ষা একই কেন্দ্রের অনুষ্ঠিত বিপরীতধর্মী দু'টি আঙ্গিকে যেন দু'টি ছবি।

প্রথমোক্ত পরীক্ষায় যারা অতন্দ্রপ্রহরী, দ্বিতীয় পরীক্ষায় তারা দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে একটুও পিছপা হয় না।

উপরোক্ত বাস্তব ছবির পরিপ্রেক্ষিতে সকলপ্রকার পরীক্ষাসমূহ দুর্নীতি ও নকল মুক্ত করার নিমিত্তে যদি ব্যাপক বৃত্তি প্রদানের আওতায় আনা সম্ভব হয়, তবে জাতীয় মেধা ধ্বংসের রাহুর করালগ্রাস হতে পরিত্রাণ পেতে পারে। কারণ, সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ স্ব-স্ব স্বার্থের খাতিরে নীতি ও সততা রক্ষার জন্য নিজেদের কর্তব্যপালনের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসবেন।

প্রস্তাবঃ প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষাসমূহকে বৃত্তির অধীনে এনে উপজেলাভিত্তিক শীর্ষ নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের শতকরা ২০ জনকে বৃত্তি প্রদান এবং অবশিষ্ট পাস নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগভুক্ত করে কৃতকার্য ঘোষণা করা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রতি বছর ১০ কোটি টাকা হিসাবে দু'বছর ২০ কোটি টাকা ব্যয় করলে প্রতিজনকে মাসিক ৭৫ টাকা করে বছরে ১ লাখ ১১ হাজার ১শ' ১১ জন। পরীক্ষার্থীর জন্য ৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯শ' টাকা মাত্র প্রয়োজন।

সরকারী অর্থ সাহায্যে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা শিক্ষা খাতে, হাজার হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়। সে ক্ষেত্রে মাত্র ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে জাতিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা সমীচীন বলেই মনে করি।

সংশ্লিষ্ট মহল এ প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশা করি।

—মোঃ ফজলুল হক